‘ঢাকা পানি সম্মেলন-২০১৭’

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকা, শনিবার, ১৪ শ্রাবণ ১৪২৪, ২৯ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

Hon’ble Minister, Sherpas, Delegates from participating countries,

Representatives of development partners,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম and Very Good Morning to you all,

‘ঢাকা পানি সম্মেলন-২০১৭’-এ উপস্থিত দেশী-বিদেশী ডেলিগেটসহ সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতিসংঘ ঘোষিত ‘এসডিজি-২০৩০’ এর ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৬ নম্বরটি হচ্ছে-‘সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ’। আমি আশা করি তিন দিনব্যাপী ‘ঢাকা পানি সম্মেলন-২০১৭’, ডেল্টা সামিটের ওয়ার্কিং সেশন এবং শেরপা বৈঠকগুলোতে বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশনের পথে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত হবে এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভবিষ্যৎ কর্মকৌশলও বেরিয়ে আসবে।

আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

সুধিবৃন্দ,

পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী পানি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর শতকরা ৭০ ভাগই সংঘটিত হয় বন্যা এবং অন্যান্য পানি-সংক্রান্ত দুর্যোগে। বিশুদ্ধ খাবার পানি শুধু আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই নয়, সমগ্র প্রাণিকূলেরও বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

বিশ্বে শতকরা ১ ভাগেরও কম পানিসম্পদ পানের জন্য নিরাপদ বলে বিবেচনা করা হয়। ফলে এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১শ কোটি মানুষের সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং প্রযুক্তিগত ভিন্নতায় পানি ব্যবহারের ধরন বদলেছে। তবে, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা হুমকিতেই রয়েই গেছে। বিশ্বের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ কমবেশি সুপেয় পানি সমস্যায় ভুগছেন।

বিশ্বের প্রায় একশ’ সাত কোটিরও বেশি মানুষ নদী অববাহিকায় বসবাস করেও পানির চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। মানুষের সৃষ্ট ৮০ শতাংশেরও বেশি অপরিশোধিত বর্জ্য পানি ও প্রকৃতিতে ফিরে গিয়ে আরও বড় আকারে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ৮ শতাধিক নদ-নদী ও ৫৭টি আন্তঃদেশীয় সংযোগ নদী রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরই উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের সব ধরণের উন্নয়নের সঙ্গে নদ-নদী ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। জাতির পিতা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানির গুরুত্ব বুঝতে পেরে **১৯৭২ সালে আন্তঃদেশীয় সীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ‘যৌথ নদী কমিশন-জেআরসি’** গঠন করেন।

তারই ধারাবাহিকতায় আমার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে প্রতিবেশি দেশ ভারতের সঙ্গে ৩০-বছর মেয়াদি পানি চুক্তির মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করে।

নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার ইতোমধ্যেই বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে ৮৪ শতাংশ মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানির আওতায় এসেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পাচ্ছেন।

অন্যদিকে দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার আওতায় এসেছেন। এরমধ্যে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের আওতায় এসেছেন ৬১ শতাংশ মানুষ। উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের হার গত ৮ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়ে বর্তমানে ১ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। ২০০৩ সালেও এই হার ছিল ৪২ শতাংশ। এ বিষয়ে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।

এসডিজি-৬ এর নির্দেশনার আগেই আমরা বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য- যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশুদের জন্য কিংবা বিশেষ এলাকা- যেমন লবণাক্ততা বা আর্সেনিকযুক্ত এলাকা অথবা দুর্গম পাহাড়ি এলাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূলের প্রান্তিক জনগণের কাছে নিরাপদ পানি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

এসডিজি-৬ অর্জিত হলে এসডিজি'র আরও অন্তত ৭টি লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে। এগুলো হচ্ছে: ক্ষুধামুক্তি (এসডিজি-২), সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি-৩), সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (এসডিজি-৭), শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (এসডিজি-৯), টেকসই নগর ও জনপথ (এসডিজি-১১), জলবায়ু কার্যক্রম (এসডিজি-১৩) এবং জলজ-জীবন (এসডিজি-১৪)।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ অঞ্চলভুক্ত হওয়ায় এখানকার পানি ব্যবস্থাপনা বিশ্বের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিশ্বের শতকরা ৫ শতাংশ ভূখন্ড থাকলেও এখানে প্রায় ৫০ কোটি জনমানুষের বসতি। এই অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। বিশ্বের অনেক বড় বড় শহর, বন্দর, বৃহৎ শিল্পাঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান এলাকাও ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা একশ বছর-মেয়াদি **'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' নামে** একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই দীর্ঘ-মেয়াদি সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় আগামী একশ বছরে পানির প্রাপ্যতা, তার ব্যবহার এবং প্রতিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এছাড়া এই পরিকল্পনায় ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও পানির বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে সমতল, পাহাড় ও উপকূলীয় এলাকাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া হয়েছে। আমাদের উন্নয়ন সহযোগী ১২টি দেশের সহযোগিতায় ডেল্টা প্লান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সাধারণভাবে প্রতিদিনের পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশে মূল সমস্যা হচ্ছে আর্সেনিক ও লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের অপ্রতুলতা, পানির অপচয় এবং শিল্প বর্জ্যসহ নানা কারণে পানি দূষণ। এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে আমরা স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি।

নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনায় আমাদের সরকার গৃহিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

- ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন;
- ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়ারেজ অ্যাক্ট-১৯৯৬ প্রণয়ন;
- ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন অ্যাক্ট-২০১৪ প্রণয়ন;
- আর্সেনিক সমস্যা মোকাবিলায় 'ন্যাশনাল পলিসি ফর আর্সেনিক মিটিগেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্লান' (NAMIP) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে;
- ইমপ্লিমেন্টেশন প্লান ফর আর্সেনিক মিটিগেশন ফর ওয়াটার সাপ্লাই-২০১৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে;
- গত ৮ বছরে এই দু'টি খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল ১৪ হাজার ৯শ' কোটি টাকা;
- বর্তমানে এই খাত দু'টিতে ৩২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প চলমান আছে;
- লবণাক্ত পানি-প্রবণ এলাকায় পুকুরের পানি ফিল্টার করে লবণাক্ততা মুক্ত করা হয়েছে ৭ হাজার পুকুর এবং গভীর কূপ খনন করা হয়েছে ৩২ হাজার ৬শ' টি;

- বর্ষার পানি সংরক্ষণে ৪ হাজার ৭শটি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে;
- রাজধানী ঢাকায় নতুন খাল খনন করা হচ্ছে এবং পুরাতন খালের সংস্কার এবং জলাধার সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- শিল্পাঞ্চল, বড় বড় আবাসিক এলাকায় জলাধার তৈরি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে;
- ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ সকল বিভাগীয় শহরের নিরাপদ পানি ভূ-উপরিস্থ পানি থেকে নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলছে;
- নাব্যতা হ্রাস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ নদীতে ড্রেজিং কার্যক্রম চলছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন ছিল **সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়**। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের তাগিদ থেকে নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব পরিস্থিতির দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে।

গোটা বিশ্বে এই মুহূর্তে ২৪০ কোটি মানুষ স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এছাড়া নিরাপদ পানির অভাবে পৃথিবীতে বছরে ১০ লাখ মানুষ মারা যান, যাঁদের অধিকাংশই শিশু। প্রতিদিন গড়ে বিশ্বে এক হাজার শিশু বিশুদ্ধ পানির অভাবে প্রাণ হারায়।

আন্তর্জাতিক ফোরামে আমি বিষয়টি আগেও তুলে ধরেছি। গত বছরের ১৫ই নভেম্বর মরক্কোর মারাকাস শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের বক্তব্যে আমি জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে পৃথক তহবিল গঠনের দাবি জানিয়েছিলাম।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ গঠিত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের অন্যতম সদস্য। জাতিসংঘের বিদায়ী মহাসচিব বান কি-মুন এবং বিশ্বব্যাংক প্রধান জিম ইয়ং কিম-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৬ সালের ২১-এ এপ্রিল বিশ্বের দশটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের সমন্বয়ে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন পানি বিষয়ক প্যানেল গঠিত হয়। আমিও এই প্যানেলের একজন সদস্য।

এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী রোল মডেল হয়ে উঠেছিল। দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ সালের ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ২৩.২ শতাংশ হয়েছে। আয় বৈষম্য হ্রাস, স্বল্প ওজন শিশুর সংখ্যা কমানো এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে লিঙ্গ সমতা অর্জনে আমরা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছি। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ১৫.১ শতাংশ থেকে কমে ৪.১ শতাংশ হয়েছে।

এছাড়া সন্তান প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ সফল হয়েছে। এসবের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা জাতিসংঘের 'এমডিজি অ্যাওয়ার্ড', 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ', 'ইউনেস্কো পিস ট্রি অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

এসডিজি'র নির্ধারিত সময়সীমা ২০৩০ সালের আগেই আমরা শত ভাগ মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে চাই। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যেই সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের লক্ষ্য-স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

I would like to thank the High Level Panel on Water for their important discussion on water security for all. I would especially like to thank the Sherpas for their dedication in representing the needs of the people in our Delta region. I am hopeful that through the dedicated work of the Delta coalition members, we can hope for a better and brighter future for everyone.

I would also like to thank all the hon'ble ministers, representatives of development partners and distinguished participants. I hope that your stay in Bangladesh is going to be a pleasant one and you will enjoy sharing your experience with others once you return home.

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি 'ঢাকা পানি সম্মেলন-২০১৭'-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...